APR 17 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

সরাইলের গ্রামে অগ্রদূতের অনুষ্ঠান

গুণীজন পুরস্কার ২০০১ পেলেন কথা সাহিত্যিক অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী

'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে'—এই স্লোগানকে সামনে রেখে সম্প্রতি সরাইল উপজেলার দেওড়া গ্রামে অগ্রদূত সমাজ কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে অগ্রদূত গুণীজন পুরস্কার প্রদানী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অগ্রদূত গুণীজন পুরস্কার ২০০১ তুলে দেয়া হয়েছে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কথাশিল্পী অধ্যক্ষ মিন্নাত আলীর হাতে।

দেওড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রফেসর আ. ন. ম শহিদুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আব্দুর রফুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গবেষক মুহম্মদ মুসা, বিশিষ্ট কবি প্রাবন্ধিক ওয়াহিদুর রহমান, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক আবদুল বাতেন, বিশিষ্ট রাজনীতিক, সমাজসেবক এ.কে.এম ইকরাম, আজাদ, শাহবাজপুর ইউপি চেয়ারম্যান ওসমান উদ্দিন খালেদ, শাহবাজপুর ইউপি চেয়ারম্যান সায়েদুল্লাহ ঠাকুর, সাংবাদিক শাহ মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মো. কফিল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অগ্রদূত সমাজ কল্যাণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক শামীমুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দৈনিক ভিত্তাস কণ্ঠের বার্তা সম্পাদক দীপক চৌধুরী বাপ্পী, শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, অগ্রদূতের সভাপতি কামরুল মিয়া এবং প্রভাতী সংঘের কর্ণধর শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন— দৈনিক দিন দর্পণের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আল-আমীন-শাহিন। দ্বিতীয় পর্বে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গুণীজনকে সম্মাননা নগদ, ক্রেস্ট পুষ্প প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কথাশিল্পী অধ্যাপক মিন্নাত আলীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রফেসর আ.ন.ম শহীদুল্লাহ।